

হজরত আয়েশার (রাঃ) সাক্ষাতকার

(৩)

আকাশ মালিক

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

মহাশূন্যে বোরাক পা বাড়ালো। ব্রেইকের দায়ীতে হজরত জিব্রাইল। চোখের পলকে বোরাক মধ্য-মরুভূমির এক যায়গায় আসার পর জিব্রাইল ব্রেইক করলেন। ‘আমরা কোথায় এলাম জিব্রাইল?’ বিষ্ময় ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন মোহাম্মদ। জিব্রাইল বললেন- নেমে আসুন হে, সম্মানিত অতিথি। এ যায়গার নাম ‘ইয়াতরিব’। এটাই হবে ক্যাপিটাল সিটি অব ইসলাম। একদিন শহরটির নাম হবে মদীনা। এখান থেকে আপনি ইসলাম বিস্তার করবেন সারা পৃথিবী জুড়ে। যাত্রার প্লান অনুযায়ী এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে বোরাক দ্বিতীয় স্টেপে এসে থামলো। মোহাম্মদ জিজ্ঞেস করেন- এ কোন্ যায়গা জিব্রাইল? জিব্রাইল বলেন- এর নাম ‘সিনাই’। আসুন, ঘুরে দেখুন সেই পবিত্র স্থান, যেথায় এসে হজরত মুসা (আঃ) সরাসরি আল্লাহর সাথে কথোপকথন করতেন। তারপর আরো একটি চোখের পলকে তৃতীয় স্টেপেজ। *‘And now, where are we, Jibraeel?’ Asked Mohammed. ‘You are in Bethlehem, where Isa (Jesus) was born and from where he spread the message of the King of heavens and of the earth.’ Said Jibraeel.* হজরত ঈসার জন্মভূমি নবীজী খুশি মনে ঘুরে দেখলেন। বেহেস্তী কাপড় পরিহিত একজন যুবক আর একজন যুবতী এসে নবীজীর কপালে দুই চোখের মধ্যবর্তি স্থানে চুম্বন দিয়ে গেল। মোহাম্মদ জিজ্ঞেস করেন- ওরা কারা ছিল? জিব্রাইল বললেন- আপনার দু’জন বেহেস্তী উম্মত। পরক্ষণেই পান্থশালার সা’কীর বেশে একটি খালায় তিনটি পেয়ালা হাতে উপস্থিত হলেন অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী ফেরেস্তা। নবীজী দুধের পেয়ালা তোলে নিলেন। মেয়ে ফেরেস্তা পানি ও শরাবের পেয়ালা নিয়ে নবীজীকে সালাম জানিয়ে চলে যায়। তারপর একটি খালায় তিনটি সুগীয় রেশমী রুমাল হাতে আসলেন আরেকজন সুন্দরী মেয়ে-ফেরেস্তা। নবীজী সাদা ও সবুজ রঙের রুমাল দু’খানি গ্রহন করলেন। কালো রুমাল ফেরত নিয়ে সালাম জানিয়ে যুবতী অদৃশ্য হয়ে যান। বনি-ইসরাইলদের মাটিতে হাঠতে মোহাম্মদের বেশ ভাল লাগলো। হাঠতে হাঠতে তিনি জেরুজালেম শহরে সুলাইমান মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। এরই নাম ‘মাসজিদুল আকসা’ বা বাইতুল মোকাদ্দস। নবীজী লক্ষ্য করলেন, দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। প্রত্যেক নবীর পেছনে চল্লিশ হাজার ফেরেস্তা। এখানে জিব্রাইল সকলের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। ‘এই সেই মহামানব, যার জন্ম না হলে আকাশ-জমিন, বেহেস্ত-দোজখ, জল-বায়ু, আরশ-কুরসী, সূর্য্য-তারা, মানুষ-পশু, কীট-পতঙ্গ, জীন-ফেরেস্তা, নবী-পয়গাম্বর কোন প্রকারের জলীয়-বায়বীয় পদার্থ আল্লাহ সৃষ্টি করতেননা। ইনিই আখেরী পয়গাম্বর, নবীকুলের সর্দার, জগতের শান্তির প্রতীক, সৃষ্টির সেরা, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বন্ধু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ)। তাঁর সম্মানে আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে জানাই উষ্ণ সাগতমা।’ তারপর বক্তব্য নিয়ে আসেন আদি পিতা হজরত আদম (আঃ)। নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে বাবা আদম গন্দম খাওয়ার দুঃখজনক ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন- ৩৬০ বৎসর কাঁদা-কাঁটি করে সেদিন আরাফাতের মাঠে যদি নবী মোহাম্মদের দোহাই না দিতাম,

তাহলে আল্লাহ আমাকে আর বিবি হাওয়াকে আদৌ ক্ষমা করতেন কিনা সন্দেহ। তারপর পর্যায়ক্রমে কেনান শহরের মহা-প্লাবন, নমরুদের অগ্নি-পরীক্ষা, নীল-নদে ফেরাউনের শলীল সমাধি, তুর পাহাড়ে প্রভু দর্শন, অক্ষের চক্ষু দান ও মৃতের প্রাণ দান, এ সমস্ত বিষয়াদির ওপর সংক্ষিপ্তাকারে বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে হজরত নুহ্ (আঃ), হজরত ইব্রাহীম (আঃ), হজরত মূসা (আঃ) ও হজরত ঈসা (আঃ)। মোহাম্মদ সকলের প্রতি সাধুবাদ জানিয়ে সমাপনী ভাষণ প্রদান করে দু-রাকাত নামাজ পড়েন। দুনিয়ার সকল নবী ও বেহেস্তের সকল ফেরেস্তাগণ সেদিন তাঁর পেছনে মুক্তাদি হয়েছিলেন। নামাজ শেষে নবীজী পুনরায় যেইমাত্র বোরাকে আরোহণ করলেন, মহাশূন্য হতে এক বিকট ধ্বনি নবীজীর কানে আসলো। ‘ জান্নাত ও জান্নাতের সকল বাগান সমূহ, দুধের নদ-নদীগুলো, সাগরের জল ও বৃক্ষের পাতা সমূহ, হুর-পরী ও গেলেমানগণ, চূড়ান্ত মহাসাজে সজ্জিত হও, মাথা নত করে দাও মোহাম্মদের পবিত্র চরণ-তলে। সৃষ্টি আজ সার্থক হউক।’ নবীজী প্রশ্ন করেন- জিব্রাইল, এ কার কণ্ঠ?’ জিব্রাইল উত্তর দেন- ইনি হজরত ইসরাফিল। সে আওয়াজ-ধ্বনি যদি পৃথিবীতে আসতো, পানির নীচে সকল মাছ, হাঙ্গর-কুম্ভীর, মাটির ওপরে মানুষ সহ পৃথিবীর সকল জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী এক সাথে বধীর হয়ে যেতো। এর পরপরই আরো একটি বিরাট শক্তিশালী আওয়াজ শুনতে পেলেন। ‘ হে সগীয় সিড়ি গুলো! স্টোর-রুম থেকে বেরিয়ে এসো। জীবনে প্রথমবারের মত মুক্তি পেয়েছো, তাড়াতাড়ি শুইয়ে পড়ো।’ নবীজী প্রশ্ন করেন- জিব্রাইল, এ কার কণ্ঠ?’ জিব্রাইল উত্তর দেন- ইনি হজরত ইশমাইল। সোনার তৈরী সিড়িগুলোর একপাশে লালচে আর অপর পাশে সবুজ রঞ্জের মুক্তা দিয়ে সাজানো। সিড়িগুলো প্রথম-বেহেস্তের দরজা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসের দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। মোট সিড়ির সংখ্যা একশো। এক সিড়ি থেকে অপর সিড়িতে পৌঁছতে সূর্যের আলোর সময় লাগবে পাঁচশো হাজার বৎসর। বরণ-মালা হাতে, প্রত্যেক সিড়িতে সত্তর হাজার করে, লাইন বেঁধে দাড়িয়ে আছেন এক-এক রঞ্জের সগীয় কাপড় পরে এক-শো রঞ্জের ফেরেস্তা। প্রথম বেহেস্তের সদর দরজার সামনে, এই সিড়ির ওপর আলো বিকিরণ করার জন্য লাইট-হাউস স্থাপন করা হয়েছিল চল্লিশ হাজার বছর আগে। আজ রাতে প্রথমবারের মত সুইচ অন করা হলো। সাত আসমান ভেদ করে সেই লাইটের আলো এসে পড়লো বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রথম সিড়িতে। প্রত্যেক সিড়িতে বেহেস্তি ফুলের তোড়া ও হাজার রকমের পেজেন্ট দিতে থাকলেন ফেরেস্তাগণ। জিব্রাইলের কাঁধে, বোরাকের পিঠে জমা হতে থাকলো উপহার সমূহ। নবীজী বল্লেন- জিব্রাইল, উপহারগুলো বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার উম্মতগণকে বিলিয়ে দেবো।

- কি হলো? ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? মাঝে মাঝে ‘ইয়েস’ ‘নো’ না বল্লেন---- -
 - ঘুমাইনি আয়েশা, আমি এক যায়গায় আটকা পড়ে গেছি। ঐ যে বল্লেন- চল্লিশ হাজার হুর-পরী বেহেস্তী শারাব দিয়ে গোসল করলো, আর তাদের শরীর বেয়ে ঝরে পড়া শারাব দিয়ে নবীজী গোসল করলেন, কিছুটা পানও করলেন, এর মধ্যকার কেলামতিটা আমি বুঝি নাই।

- গঙ্গা-স্নান করেছেন কোনদিন?

- জী না। শুনেছি মেয়েরা নাকি সেই জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করে।

- আপনি আস্ত একজন বোকা।

- জ্বী, আমারও তা-ই মনে হয়। প্রথম বেহেশ্তের দরজা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসের দূরত্ব কত মাইল জানেন?
- আমি জানবো কিসে? সে যুগে কালক্যালেটার, কমপিউটারতো ছিলনা। হিসেবটা খুবই সহজ। আলোর গতি প্রতি ঘণ্টায় কত মাইল জানেন?
- জ্বী জানি। তবে বই দেখে বলতে হবে।
- তাড়াতাড়ি দেখুন।
- ভ্যাকিয়ুমে আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৮৬,২৮২.৪ মাইল কিংবা প্রতি ঘণ্টায় ৫৭০৬১৬৬২৯.৩৮ মাইল।
- বাস। ৫৭০৬১৬৬২৯.৩৮ মাইল টাইমস্ ২৪, টাইমস্ ৩৬৫, টাইমস্ পাঁচশো হাজার, টাইমস্ একশো, সমান প্রথম বেহেশ্তের দরজা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসের দূরত্ব। হিসেব মিলেছে?
- জ্বী না। জল-তল বর্ষা হয়ে গেছে।
- আমি জানি আপনি এটাই বলবেন। এবার বুঝুন, বোরাকের স্পীড সেকেন্ডে কত মাইল ছিল। সে যা-ই হউক, এক-এক করে একশোটি সিডি অতিক্রম করে নবীজী প্রথম বেহেশ্তের দার-প্রাহে এসে হাজির হলেন। গেইটে সর্গাঙ্করে লেখা 'দা'রু-স্সালাম'। দরজা বন্ধ, জিব্রাইল দরজায় নক করলেন- 'নক-নক'। ভেতর থেকে আওয়াজ আসলো- 'হু ইজ দেয়ার'? জিব্রাইল উত্তর দেন। 'ইট্‌স মী, জিব্রাইল'। দরজা খোলে গেল। বেহেশ্তি ফুলের মালা হাতে, সারিবদ্ধ চল্লিশ হাজার ফেরেস্তা সুরেলা কন্ঠে গেয়ে উঠলো- 'ও নবী সা-লাম বা-রে-বার-----'

- কি ব্যাপার, চমকে উঠলেন যে?
- কিছু না, 'বেদের মেয়ে জোছনা' মনে পড়ে গেল।
- আরে সাহেব, এটাকি জগতের বাইদানীদের সুর ছিল? সেই সুর, তাল-লয় পৃথিবীর মানুষ কোনদিন জানতে পারবেনা, শুন্তেও পারবেনা।
- দরকার নেই, প্লীজ কারী অন্।

- 'দা'রু-স্সালাম' বেহেশ্তের দরজা ছিল দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শত নিরান্নব্বইটি। প্রত্যেকটিতে এক একজন নবীর নাম লেখা। সামনেই ফুলে ফলে সু-সুজ্জিত সর্গোদ্যান। পাখির কন্ঠে সুমধুর গান, নদীর কলতান যেন নারী কন্ঠে ব্যাক গ্রাউন্ডে মধুর হ্যামিং, বৃক্ষ-পল্লবীতে সুরের লহরী। অসংখ্য ছোট বড় সাইজের ডানা-কাটা পরী নৃত্যের তালে তালে শুন্যাকাশে উড়ে চলেছে। বাগানটির নাম 'সামা-উদ্দুনিয়া'। বাগানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইসমাইল ফেরেস্তা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বেহেশ্তী শিল্পীগণ নবীজীর প্রশংসায় কয়েকটি গান পরিবেশন করলেন।

পাঁচশো হাজার আলোকবর্ষ পথ এক সেকেন্ডে অতিক্রম করে বোরাক দ্বিতীয় বেহেশ্তের সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজা বন্ধ, জিব্রাইল দরজায় নক করলেন- 'নক-নক'। ভেতর থেকে আওয়াজ আসলো- 'হু ইজ দেয়ার'? জিব্রাইল উত্তর দেন। 'ইট্‌স মী, জিব্রাইল'। দরজা খোলে গেল। এভাবে প্রত্যেকটি বেহেশ্তে সর্গীয় রিসেপশন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বেহেশ্তের নাম 'দা-রুল কারার'। তৃতীয়টি 'দা-রুল খুল্দ'। চতুর্থটি 'জান্নাতুল-মাওয়া', পঞ্চমটি 'জান্নাতুল-নাঈম', ষষ্ঠটি 'জান্নাতুল-ঈদান'। ছয়টি বেহেশ্তই বিভিন্ন মন্ডনালয়ের মত। নবীজী দেখলেন সরকারী দফতরগুলোতে, কর্মচারী, সম্পাদক সেক্রেটারী সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। আমলাগণ ফাইল-পত্র

আগেভাগেই ঠিকঠাক করে রেখেছিলেন। নবীজী সবগুলো দেখলেন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। হজরত আদম থেকে আজ পর্যন্ত কতজন মানুষ জন্ম নিল, কতজন মারা গেল, কতজন দোজখী, কতজন বেহেস্তী, আগামী বৎসর কতজন আসবে, কতজন মারা যাবে, কোন্ যায়গায় ঝড় হবে, বন্যা হবে সবকিছু বিভিন্ন দফতরে সুনিপুন ভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। ষষ্ঠ বেহেস্তে হজরত মুসা (আঃ) বল্লেন- নবীজী আপনার উম্মতের কথা স্মরণ করে বুঝে-সুঝে নির্দেশনামায় দস্তখত করবেন।

বোরাক মোহাম্মদকে সপ্তম বেহেস্তে নিয়ে এল। দরজা বন্ধ, জিব্রাইল দরজায় নক করলেন- ‘নক-নক’। ভেতর থেকে আওয়াজ আসলো- ‘তু ইজ দেয়ার’? জিব্রাইল উত্তর দেন। ‘ইটস মী, জিব্রাইল’। দরজা খোলে গেল। এই বেহেস্ত অন্য সব বেহেস্ত থেকে আলাদা। খাটি মরুত মণি, পোখরাজ, চকচকে মুক্তা, সোনালী ঝিনুক, বিভিন্ন রঙের হীরা দিয়ে সাজানো তার চতুর্দিক। বেহেস্তটির নাম ‘জান্নাতুল ফেরদাউস’। এখানে কতজন ফেরেস্তা আছেন, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। তবে অনুমান করে বলা যায়, সাত আকাশ সাত জমিনে যত ফেরেস্তা, মানুষ, জীব জন্তু আছে সকলকে একত্র করলে যে সংখ্যা দাঁড়াবে, তা হবে এখানকার ফেরেস্তাদের দশ ভাগের একভাগ। প্রত্যেক ফেরেস্তার রূপের আলো দুনিয়ার দশটা সূর্যের আলোর চেয়েও বেশী। এরা সব সময় আয়াতুল-কুরসী পাঠ করেন। এই আয়াতুল-কুরসী দুনিয়ার ভারসাম্য ঠিক রাখে। যেদিন এই ফেরেস্তাগণ আয়াতুল-কুরসী পাঠ বন্ধ করে দেবেন, সেদিন দুনিয়া তার মধ্যাকর্ষণ শক্তি হারিয়ে ফেলবে। এ পর্যন্ত যারা বেহেস্তী হয়েছেন, সকল জেহাদী শহীদ, আউলিয়া দরবেশ, ইমাম, কুতুব সবাই এখানে উপস্থিত, সকলের কপালে প্রজ্জলিত আলোর চন্দ্রটিকা। নবীজী দেখে খুশি হলেন। আরো পাঁচশো হাজার আলোকবর্ষ পথ অতিক্রম করে এবার বোরাক নবীজীকে নিয়ে এল সৃষ্টির শেষ সিমানায় যেখানে আছে ‘সিদরাতুল মোনতাহা’ নামে এক বিরাট বৃক্ষ। পাতায় পাতায় বসা, দবদবে সাদা সিল্কের শাড়ি পরিহিত হাজার হাজার হুর পরী। সর্বোচ্চ ডালে বসা বাবা আদম ও বিবি হাওয়া। গাছটির ডেকোরিটার সূয়ং আল্লাহ নিজে। ডাল-পালা সবকিছু তারই নুরের তৈরী। জিব্রাইল নবীজীকে নিয়ে গাছের ভেতরে ঢুকলেন। সে এক আজগুবি কান্ড। এই গাছের ভেতরেই সৃষ্টির সকল ম্যাকানিজম। আল্লাহর সৃষ্ট মহা বিশ্বের এমন কোন বস্তু নেই যা এখান থেকে দেখা যায়না। বেরিয়ে এসে জিব্রাইল বল্লেন- ‘এবার আমাকে বিদায় নিতে হবে। এই গাছের অপর পাশে পাঁচশোটি পর্দার আড়ালে ‘লাওহে মাহফুজ’ আল্লাহর সিংহাসন। এক একটি পর্দার ঘনত্ব পাঁচশো হাজার আলোকবর্ষ পথ। সেখা আপনাকে একা যেতে হবে। কোন নবী পয়গাম্বর কিংবা কোন ফেরেস্তা সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে’। নবীজী বোরাকের দিকে তাকান। বোরাক কথা কয়না নড়েনা। রাসূল ভয় পেলে। ধীরে ধীরে সামনে পা বাড়ালেন। ভয় নিবারণের জন্য আল্লাহ তার বন্ধুর জিহ্বায় কুদরতি হাতে ছোট্ট একটি আয়ুর্বেদী সঞ্জীবনী ট্যাবলেট ঢুকিয়ে দিলেন, যা ছিল বরফের চেয়ে অধিক ঠান্ডা, মধুর চেয়েও বেশী মিষ্ট।

- দাঁড়ান দাঁড়ান, আয়েশা। আমার একটি কথা আছে।
- কি কথা?
- প্রত্যেকটি পর্দার ঘনত্ব পাঁচশো হাজার আলোকবর্ষ পথ। বোরাক ছাড়া পাঁচশোটি পর্দা নবীজী অতিক্রম করবেন কিভাবে?

- ঐ টাবলেটের কেরামতি। একই সাথে একটি শীতল ড্রপ দেয়া হয় নবীজীর ডান কাঁধে আরো একটি বাম কাঁধে। এখন আর তিনি রক্তে-মাংশের সাধারণ মানুষ নন বরং এক মহা-শক্তি। মানুষ জীন-ফেরেস্তা যা দেখতে পাননা, শুন্তে পাননা, তিনি তা দেখতে পান, শুন্তেও পান। বোরাকের প্রয়োজন নেই, শুধু ইচ্ছার প্রয়োজন, যা চাইবেন তা হয়ে যাবে। সপ্তম পর্দায় এসে মোহাম্মদ আশা ব্যক্ত করলেন-

‘খোল-খোল দার রাখিওনা আর
বাহিরে আমায় দাঁড়িয়ে---।

চতুর্দিক থেকে আওয়াজ আসে-

‘এসো এসো তুমি-
বাহির হয়ে এসো যে আছো অন্তরে---।

নবীজী দেখলেন, তাঁর ডানে আল্লাহ্, বামে আল্লাহ্, ওপরে আল্লাহ্, নীচে আল্লাহ্, সামনে আল্লাহ্, পেছনে আল্লাহ্, তাঁর সর্বাত্মে আল্লাহ্।

- আয়েশা, সংসদে কি আলাপ হলো তা তো বল্লেননা।
- সবকিছু বিস্তারিত লিখলে পাঁচশো খন্ড রামায়নে কুলাবেনা। কেমন লাগলো স্টোরীটা বলুন।
- সুন্দর তবে নতুন নয়।
- মা'নে?
- ‘আরতা ভিরাক’ এর নাম শুনেছেন?
- না, তো।
- মোহাম্মদের জন্মের ৩৪৮ বছরের পুরনো ঘটনা। সেখানে জিব্রাইলের ভূমিকায় ছিলেন ‘সারশ’, আল্লাহ্র নাম ছিল ‘ওরমাজ্দ’ আর ইবলিসের নাম ছিল ‘আহরিমান’। কাহিনীতে সর্গ-নরক পরিদর্শনতো ছিলই, এমনকি ‘সিদরাতুল মোন্তাহা’ বৃক্ষটিও ছিল, তবে নাম ছিল ‘হোমাইয়া’।

আচ্ছা আয়েশা, আপনার বাবার মত অন্ধ-বিশ্বাসতো আপনারও ছিল।

- কি রকম?
- আপনি বলেছেন- জিব্রাইলকে সূচক্ষে দেখেছেন।
- আমি কোথাও এমন কথা বলিনি।
- একরাতে আপনার বিছানায় নাকি জিব্রাইল এসেছিলেন?
- ও আচ্ছা সেই ঘটনা !

চলবে-